ইঁদুরের উপস্থিতির লক্ষণ ও দমন ব্যবস্থাপনা

ইঁদুরের বৈজ্ঞানিকঃ *Rattus norvegicus* **পরিবারঃ** *Muridae* **বর্গঃ** *Rodentia*

ইঁদুরের উপস্থিতির লক্ষণসমূহ ঃ

- কর্তনের শব্দ, নখের দ্বারা আঁচড়ানো শব্দ, কোন কিছু বেয়ে ওঠার অথবা নামার শব্দ, ক্ষণস্থায়ী চিচি শব্দ, চলাচলের রাস্তায় মল, নোংরা দাগ, পায়ের ছাপ, ইঁদুর যাতায়াত পথের সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি দ্বারা ইঁদুরের উপস্থিতি বুঝা যায়।
- ইঁদুরের গন্ধ এবং পোষা প্রাণীর লাফঝাপ বা অদ্ভূত আচরণ বা উত্তেজনা ইঁদুরের উপস্থিতি নির্দেশ করে।
- কাঠের গুড়া, দরজা, জানালা, ফ্রেম, গুদামের জিনিসে ক্ষতির চিহ্ন দেখে এর আক্রমনের লক্ষণ বুঝা যায়।
- এ ছাড়া আক্রান্ত আনারস, নারকেল, আখ, ঘর বা গুদামে রক্ষিত ধান, চাল, গম রাখার বস্তা কাটা দেখে, ধানের ক্ষেতে ৪৫ ডিগ্রী কোণে ধান গাছের কাটা অংশ, ইঁদুরের খাওয়া ধানের তুষ দেখে এদের উপস্থিতি বোঝা যায়। ঘরে বা তার পাশে ইঁদুরের নতুন মাটি অথবা গর্ত, ফসলের মাঠে, আইলে ও জমিতে ছোট রাস্তা, বাঁধ, পুল প্রভৃতির পাশে গর্ত দেখে ইঁদুরের উপস্থিতি ও সংখ্যা নির্ণয় করা যায়।
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১৮ প্রজাতির ইঁদুর সনাক্ত করা গেছে।

দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

- ঘর-বাড়ি, ক্ষেত ও গুদাম ঘরের আশপাশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
- ধান, গম ফসলের গোলা বা ডোল মাটিতে না রেখে মাচার উপর রাখা এবং গুদামের শস্য টিনের পাত্রে সংরক্ষণ করা।
- নারকেল গাছের গোড়ায় টিনের মসৃন পাত অথবা পলিথিন এমনভাবে জড়িয়ে দেওয়া যেন ইঁদুর তা বেয়ে উঠতে না পারে।
- ইঁদুর ভক্ষণকারী প্রাণীকে সংরক্ষণ করা। যেমন- শিয়াল, বেজি, বনবিড়াল, গুইসাপ, পেঁচা ইত্যাদি প্রাণী।
- ইঁদুরের গর্ত খুড়ে, গর্তে পানি ঢেলে, মরিচ পোড়ার ধোঁয়া দিয়ে ইঁদুরকে বের করে পিটিয়ে মারা।
- বিভিন্ন প্রকার ফাঁদ পেতে ইঁদুর মারার ব্যবস্থা নেওয়া। যেমন-ছোট কল স্থাপন করা, বাশেঁর তৈরি ফাঁদ, লাউয়ের বসের ফাঁদ (গর্তের ইদুর), মাটির হাড়ি, আঠার ফাঁদ এর সফলতা ৯০-৯৫%।
- রাসায়নিক দমন পদ্ধতিঃ

১. তীব্র বিষ (Acute poison) ঃ তীব্র বিষ হচ্ছে- জিংক ফসফাইড।

২. দীর্ঘস্থায়ী বিষ (Chronic poison)ঃ দীর্ঘস্থায়ী বিষ খাওয়ার সাথে সাথে ইঁদুর মারা যায় না, ইঁদুর মারা যেতে ৯-১৩ দিন সময় লাগে। ৯০-১০০% ইঁদুর মারা যাবে (খুবই কার্যকর)। দীর্ঘস্থায়ী বিষ যেমন- ল্যানির‍্যাট, ব্রমাপয়েন্ট, ব্রোমাডিওলন, ব্রডিফেকাম, ফ্লোকোমাফিন, ক্লেরাট ।

৩. ইঁদুরের গর্তে বিষবাষ্প প্রয়োগ করেও ইঁদুরকে মারা যায়। যথাঃ সাইনোগ্যাস, ফসটক্সিন ট্যাবলেট।

আরো তথ্যেরজন্য:

পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫। **E-mail: dppw@dae.gov.bd**

বিস্তারিত জানার জন্য আপনার নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি অফিসার অথবা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন